রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ পৌষ ১৪২৬/৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৪০৮—বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক অজয় কুমার রায় গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

২। অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৮ পৌষ ১৪২৬/২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৮ পৌষ ১৪২৬ / ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক অজয় কুমার রায় গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

অজয় কুমার রায় ১৯৩৫ সালে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্যের লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি এবং পরে পোস্টডক্টরেট লাভ করেন।

অজয় রায় ছাত্রাবস্থায় ইলেকট্রনিক বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে গবেষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ছাড়া, তিনি যুক্তরাজ্যের লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

জনাব অজয় কুমার রায় ১৯৫৭ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে সুদীর্ঘ চার দশক অধ্যাপনা করেন এবং এখান থেকেই তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন।

সমাজ-সচেতন অজয় রায় ছাত্রজীবন থেকেই সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অধ্যাপক অজয় রায়ের সাহসী ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। একাধিক সম্মুখযুদ্ধে তিনি বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য নিযুক্ত হন। একাত্তরের মে হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তিনি কাজ করেন এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী অধ্যাপক অজয় রায় অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

প্রাজ্ঞ এই শিক্ষাবিদের বহু নিবন্ধ দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পদার্থবিদ্যা (চার খন্ড), 'বিজ্ঞান ও দর্শন', 'জড়ের সন্ধানে', 'আদি বাঙালি : নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞানকোষ (প্রথম হতে পঞ্চম খন্ড)' এবং 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' ইত্যাদি।

অধ্যাপক অজয় কুমার রায় বিজ্ঞানে তাঁর সামগ্রিক অবদানের জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সম্মাননা অর্জন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'একুশে পদক ২০১২'-তে ভূষিত হন। এ ছাড়া তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ম্যাথম্যাটিকাল ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স সম্মাননা' লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক অজয় রায় ছিলেন সহজ সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, সদালাপী, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তিনি মানবকল্যাণে শল্যবিদ্যার সেবায় মরণোত্তর দেহদান করে গেছেন।

অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের মৃত্যুতে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd